444

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢা. বি. সিনেট নির্বাচন ঃ প্রতিক্রিয়ার জবাবে

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী

গত ৪ঠা জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন ও কিছু প্রসঙ্গ শিরোনামে এ এন রাশেদার একটি প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম। আমি এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া নয় বরং অভিমত প্রকাশ করছি। আমি এখানে কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাইছি না, কিছু করছি না। এই নির্বাচন শেষ হলে পরই এ এন রাশেদাসহ বিভিন্ন প্যানেলের অনেককে নিয়ে ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে নতুন করে নামতে হবে। পরিস্থিতি তাই বলছে। রাশেদা আমাদের একান্ত আপনজন। তার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রায় সকল প্রার্থীর চেতনা এক ও অভিন্ন। গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের কয়জন সরাসরি আওয়ামী লীগের সদস্য তা মিসেস রাশেদা যেমন জানেন, তেমন আমিও জানি। হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও ছিলেন। এছাড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ও সমর্থক একাধিক প্রার্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্যানেলভুক্ত। গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রার্থীদের এমনভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, যাতে তারা বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। সরাসরি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করছেন অতি নগণ্যসংখ্যক। অতএব, আওয়ামী লীগের সফলতা বা বিফলতার জন্যে প্রার্থীদের মাত্র ২/৩ জনকে বাহবা দেয়া বা দায়ী করা যাবে।

রাশেদার সাথে আমিও একমত যে, এবারের ভোটার সংখ্যা গতবারের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি এবং এ সংখ্যাটা যত বাড়বে ততই মতামত প্রকাশের ভিত্তিটি প্রসারিত হবে। এই সংখ্যার মাঝে ভাল অপেক্ষা মন্দের কিছু অন্তত আমি দেখছি না।

১৯৯৫ সালে রাশেদাসহ আমরা ২৫ জন গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের মনোনয়ন পেয়ে ২৫ জনই নির্বাচিত হয়েছিলাম। সে নির্বাচনে তিনি যাকে 'জনৈক ব্যক্তি' বলেছেন তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী ও জামাতপন্থীদের বিভক্তি আমাদের সহায়ক হয়েছিল। ১৯৯১ সালে রাশেদাসহ আমরা যখন গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে নির্বাচন করেছিলাম, সেই নির্বাচনেও 'জনৈক' ব্যক্তিটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেদিনও গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল এখনও তা আছে এবং সেই ব্যক্তিটি এখনও আমাদের ভোটার।

১৯৯১-র কথা মনে নেই, তবে ১৯৯৫ সালের কথা মনে আছে। সে বছর যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং যে ক'জন বুদ্ধিজীবী এই প্যানেলের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সিনেট সদস্য এ এন রাশেদা আজ আমাদের সঙ্গে নেই। আর সবাই অপরিবর্তিত আছে। অপরদিকে যারা ১৯৯১ ও ১৯৯৫ সালের সিনেট নির্বাচনে বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্যানেলকে সমর্থন দিয়েছিলেন তারা যদি এখন তৃতীয় ধারা সৃষ্টির নামে অতি উৎসাহী তৎপরতা দেখান তাহলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রশ্ন আরও জাগবে আমরা যখন ২৫ জনে ২৫ জন নির্বাচিত হলাম, তখন বিএনপির একটি প্যানেল এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতের একটি প্যানেল ছিল; সে বছর এই দুই জোটের একত্রে ভোটার সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি ছিল, এবারে আমাদের ভোটার সংখ্যা যে নিঃসন্দেহে বেশি সে কথা রাশেদাও ভাল করে জানেন। কেননা তিনি ১৯৯১ সাল থেকে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের নেত্রী, ১৯৯৫ সালে নির্বাচিত সিনেট সদস্য এবং এবারের নির্বাচনকে যৌথভাবে ভোটার বানানোসহ ৮ই এপ্রিলের যে মনোনয়ন কমিটি গঠন করা হয় তাতেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'জনৈক ব্যক্তি' বলে যাকে উল্লেখ করেছিলেন সেদিন তার কথাটি বলা যায় ভোটার হিসেবে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। জনৈক ব্যক্তির বক্তব্যে রাশেদা সেদিন যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, রাশেদার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া তো দূরে থাকুক ভিন্ন কোন বক্তব্যও কেউ দেয়নি। আমার ধারণা হয়েছিল রাশেদাও সভাপতির সমন্বিত বক্তব্যটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুয়েক দিনের মাথায় দেখা গেল তিনি ভিন্নভাবে মিটিং করছেন। তিনি যাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রফেসর সাদউদ্দিন ও আবু জাফর, মাহফুজা খানম, নূরুর রহমান আগেই তৃতীয় ধারা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করেছেন। সোহরাব হাসানের আশঙ্কা ও তাদের আশঙ্কা একাকার হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। একই কারণে প্রফেসর অনুপম সেন, এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, ব্যারিস্টার আরশ আলী প্রমুখ একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বিভক্তি বাংলাদেশী ও ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের শক্তি ও সাহস যোগাবে। তাই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রফেসর সেনের বিবৃতি ও সোহরাব হাসানের লেখার কারণ একই।

গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের কোন প্রার্থী আপনাকে বা আপনাদের অনেককেই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বলেননি। আপনাদের তৃতীয় ধারা সৃষ্টির প্রয়াসও হয়তো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বাঁচাবার প্রয়াস। কিন্তু এই মুহূর্তে তৃতীয় ধারা সৃষ্টির পরিণাম কি হবে তা আপনিও বলেছেন। তাই সোহরাব হাসান বা আমার দৃষ্টিতে আমাদের একসাথে এগিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। সে প্রচেষ্টা কি কারণে সফল হয়নি তা আপনি ভাল জানেন। যে ষোলজন বুদ্ধিজীবী আমাদের ১৯৯৫ সালের প্যানেল সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাদের একজন মরহুম ছাড়া বাকিরা এবারেও বক্তব্য দিয়েছেন। তাদের সবাই যদি একসাথে থাকতে পারেন এবং আমাদের ২৫ জনের ২৫ জন কেন একত্রে থাকতে পারলাম না এ প্রশ্ন ভোটাররা আপনাকে যেমন করছে আমাকেও করছে। সদুত্তর না পেলে প্রশ্নকারীরা ভাবছে আসল ব্যাপারটা চেতনার নয়, দু' একজনের ব্যক্তিস্বার্থে। আমরা কখনও বলিনি যে ২১১ জনের মধ্যে ১৮৫ জনই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধশক্তি। তবে আমরা একথাও বলব যে তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের নয়। অধ্যাপিকা রাশেদা কি 'জাতীয়তাবাদ ও জামাত সমর্থিত প্যানেলের' সকলকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বলবেন? এবারে সোহরাব হাসানের কথায় আবার আসি। বাংলা একাডেমি প্রসঙ্গে সোহরাব হাসানের উক্তিটি হয়তো সরলীকৃত। কিন্তু আপনার কতিপয় সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত ও উপসংহার কি আরো বেশি সরলীকৃত নয়? মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ ও আওয়ামী লীগ একার্থক হলেও সকল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকই আওয়ামী লীগের নয়। তাই আওয়ামী লীগের সফলতা ও ব্যর্থতার দায়ভার গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রার্থীদের উপর দিতে পারেন না। আপনার লেখা ও জাতীয়তাবাদী প্রার্থীদের লেখায় কোথাও কোথাও অদ্ভুত একটা মিল আছে। তারাও আপনার মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রার্থীদের একসাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ গত নয় বছর যাবৎ আপনি গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ ও সিনেটে থেকে দেখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কি নিরন্তর লড়াই আমরা করেছি। এ লড়াইয়ে আপনি সিনেটের শেষ অধিবেশন পর্যন্ত সারথি ছিলেন এবং আমরা ভেবেছিলাম হঠাৎ করে আপনি আমাদের ছেড়ে গিয়ে লড়াইটাকে অসমাপ্ত রাখবেন না।

প্রসঙ্গত আপনি মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা ও বস্তি উচ্ছেদের কথা বলেছেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমার এখন বক্তব্য নেই কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে বলতে হয়, বস্তি উচ্ছেদ ও বস্তি পুনর্বাসন এক কথা নয়। বস্তি উচ্ছেদ অমানবিক, বস্তির জীবনও অমানবিক কিন্তু নির্মল গ্রামীণ পরিবেশে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি হাতে নেয়াটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা এবং এটা অনেক বেশি মানবিক। বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে যে আপনি ঢালাও অভিযোগ আনলেন তাও কি সঠিক? তাহলে এদেরকে নিয়ে কেমন করে আবার সেমিনারের পর সেমিনার করে গেলেন? আপনি কি বলছেন এসব বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে নন?

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' আরও প্রবাদ আছে, 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' দুটোই হয়তো সত্যি কিন্তু একই পরিবেশ, পরিপ্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে দুটো সমার্থক নয়। আজকে পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যাবে সিনেট নির্বাচনে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী, জামাত, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি দুর্বল বৈ সবল হবে না।

আমাদের বিভক্তির সুযোগেই তারা সে সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাবে। প্রগতি পরিষদ প্যানেলের প্রতিটি ভোট কি দ্বিগুণ ক্ষমতা নিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তির হাতকে শক্তিশালী করবে না? সেটাকে জুজুর ভয় বলতে পারেন। হয়তো জুজুর ভয়েই প্রফেসর সাদউদ্দিন, প্রফেসর জাফর, প্রফেসর অনুপম সেনের মতো বিজ্ঞ লোকেরা প্রগতি পরিষদ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

আপনার লেখাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের বর্তমান প্রয়াস ভিন্ন ধারা সৃষ্টির। এ ধারা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা যে নেই তা বলব না। আপনার বক্তব্য ও যুক্তির ধারালো সমালোচনা করার সুযোগ থাকলেও তা এই মুহূর্তে করছি না। কেননা এ নির্বাচনে আমরা জিতলে বা আপনারা হারলে সব শেষ হয়ে যাবে না। আবারও এ ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে একসাথে লড়তে হবে এবং সেটি দুজনের স্বার্থেই প্রয়োজন। আপনাদের সকলকে না হোক আপনাকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ জেনেই এ কথাগুলো বললাম।